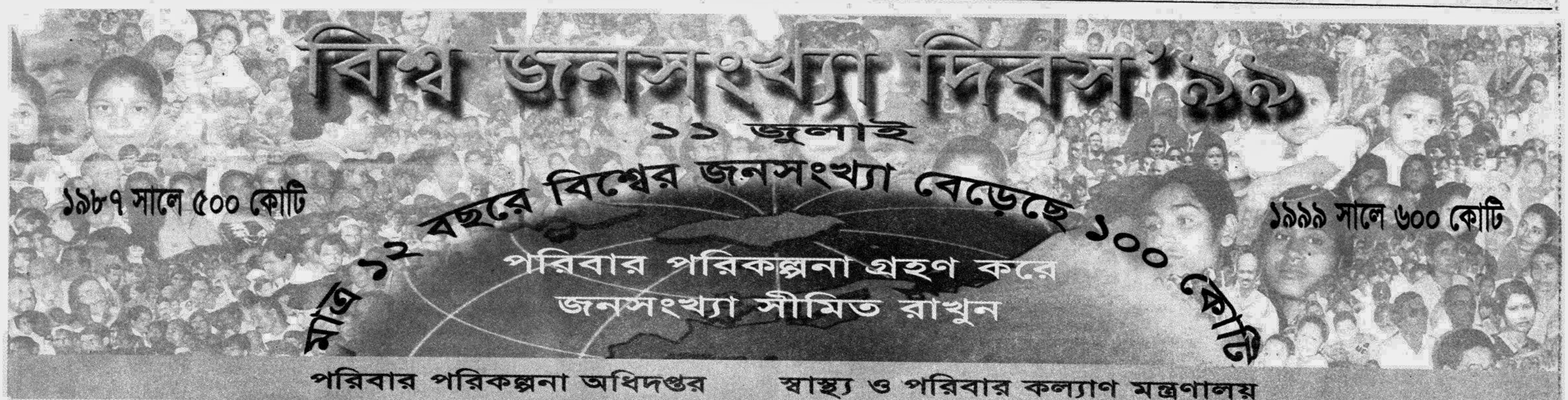

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ এ্যাড এম্পায়ার

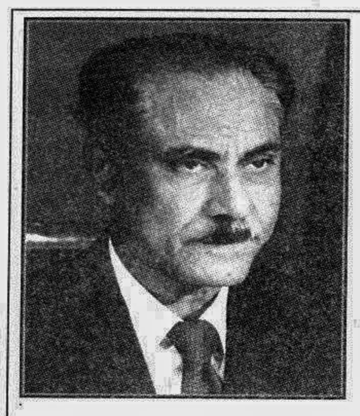

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সেই সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

গত ১২ বছরে বিশ্ব জনসংখ্যায় ১'শ কোটি মানুষ যুক্ত হয়েছে। জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ রীতিমত ভয়াবহ। ক্রমাগত বাড়তি চাহিদা মেটাতে দেশের অর্থনীতির উপর যেমন চাপ বাড়ছে তেমনি তা সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে এ অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশের আয়তনের তুলনায় এর লোক সংখ্যা খুব বেশী। তাই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী আরো জোরদার করতে হবে। দারিদ্র মোচনের জন্য এটা অপরিহার্য। দেশের রাজনৈতিক দলগুলিও এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

Family Planning Programme in Bangladesh: An example of achievement

Dhiraj Kumar Nath
Director General, Directorate of Family Planning

To day is world Population Day, the 11th July. This day reaffirms our commitment towards population and development. The year is observed with a theme "Count-up to the Day of 6 Billion". It took all of time for world population to reach 2 billion in 1927- then less than a life time to arrive at 6 billion. World population has now doubled since 1960.

The lion share of population growth in future will be in developing countries like Bangladesh. The population of Bangladesh is now around 12.50 crores which was about 4.00 crores in 1951.

It is apprehended that the population of Bangladesh will be 21 crores in 2020 AD. This trend of population growth will have adverse impact on our economy, social life, political arena, environment, education, health, nutrition and employ-ment of human resources. Thus, it is imperative to take all initiatives and key actions to limit the size of the population at the desired level.

In Bangladesh, significant changes occured in demographic pattern, reproductive behaviour, empowerment of woman and poverty alleviation during last three decades. The achievements of Bangladesh have been acclaimed round the world. This has been termed as a success under a challenging environment, when socio-economic conditions were not conducive to such a demographic transition. This happened due to the continuous commitment of all Gorvernments' towards family planning, partnership of Goverment and Non-Govt Organisations, initiatives of development partners, proactive role of mass media, adoption of inno-vative approaches, availabily of information and facilities for service providers and above all dedication of grass-root level workers. Bangladesh experienced a significant sustained fertility decline over the past 3 decades. TFR was roughly around 7.00 per women in 1971 which has now declined to 3.2 per women. Similarly, the population growth rate reduced to 1.6% from about 3% in 1971. Infant Mortality Rate declined from 150 to 78 per 1000 live births. Life expectancy at birth increa sed to 59.2 from around 40 which was two decades back. CPR increased to 51% which was hardly 3% in 1971. In order to reduce the mortality and morbidity, 28th May has been declared as Safe Motherhood Day. National Poulation Council has been reconstituted and Green Umbrella Campaign gained momentum.

In recognition of our effort, the headquarter of Partners in Popu-lation and Develop-ment, a collaborative initia-tive of South-South co-operation of 14 countries has been set up in Dhaka.

Yet, there is no room to be complacent. Our maternal mortality and morbidity rate is 10 times higher than Malayasia, 6 times higher than Sri Lanka. The age structure of population is not favourable to ensure sustainable development since about 42% percent still remains under 15 years of age. The GOB has set the goal of achieving the replacement level of fertility i.e. Net Reproductive Rate-one by 2005. For this purpose, the CPR must be 72% and TFR 2.1 which require massive mobilization of resources and inputs.

International Conference on Population and Development held in Cairo 1994 and New York's adoption of key actions, Beijing declaration, suggested many dynamic and pragmatic approaches to contain the population within the limit. The reproductive health and right, gender equity and empowerment of women, adolescent and sexual health, maternal mortality and morbidity, partnership and collaboration, and mobilization of resources are issues to be addressed seriously to ensure a desired population size in a given period.

The present Govt. with this end in view, has launched Health and Population Sector Programme with a total cost of around 15000 crores. This largest pro-gramme has been undertaken to provide health and family planning cove-rage, particularly for the mother, child and the poor. Main feature of the programme is to provide one stop service through the essential service package initiative. Pro-gramme has been taken to establish one Community Clinic for 6000 population. The poverty alleviation and sustainable development have been integrated with Family Planning programme.

We hope, Bangladesh will implementation of its Family Planning Programme.

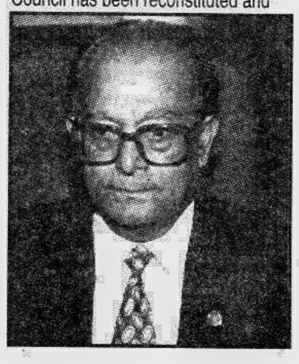

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধি সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা এবং সমস্যা উত্তরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার দিকনির্দেশনা ও আহ্বান নিয়ে প্রতিবছরের মত এ বছরেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সিংহভাগই ঘটছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্গত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার ভারে ভারাক্রান্ত। তবে এ সমস্যা থেকে উত্তরণে আমরা সচেতন। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে আমরা এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেছি। গ্রহণ করা হয়েছে মাঠভিত্তিক ব্যাপক কার্যক্রম। দেশের প্রতিটি পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সুবিধা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় শতকরা ৫১ ভাগ সক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারও নিম্নমুখী হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার নিম্নমুখী হলেও কম বয়সী ও প্রজননক্ষম জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে দেশের মোট জনসংখ্যা কিন্তু দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বর্তমানের তুলনায় আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। এই বিপুল সংখ্যক সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা আমাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মসূচীতে গুণগত ও কৌশলগত পরিবর্তন এনেছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জনগণের দোড়গোড়া পর্যন্ত সেবা সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে প্রতি ৬ হাজার জনগণের জন্য স্থায়ী সেবা কেন্দ্র 'কমিউনিটি ক্লিনিক' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে গৃহীত এ সব কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলের আরও কর্মোদ্যোগ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা।

আসুন আমরা স্ব-স্ব অবস্থান থেকেই জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধে অংশগ্রহণ করি। আমি আশাবাদী যে, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। আমরা সফল হব।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন সার্থক হোক।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনমিতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন' বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধি সংক্রান্ত বহুল আলোচিত সমস্যা সমাধানে এ দিবসের কর্মসূচি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির দ্রুতগতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অগ্রগতিতে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে ভারসাম্যহীন। আশার কথা আমাদের দেশে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ৩.০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের জনসংখ্যাকে সহনশীল মাত্রায় সীমাবদ্ধ রেখে ২০০৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন দু'সন্তানের পরিবার গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা কার্যক্রমে দেশের সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পুষ্টিমান উন্নয়ন, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকল ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায়, এ সকল ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতি দেশের জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সকলকে দলমত নির্বিশেষে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সম্পন্ন বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই ১৯৯৯) পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব জনসংখ্যা ৬শ কোটিতে উন্নীত হবে ১৯৯৯-এর ১২ অক্টোবর। এ বার্তা নিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এ বছরের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। মাত্র ১২ বছর আগে ১৯৮৭ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল ৫শ কোটি। ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে বিশ্ব জনসংখ্যায় যুক্ত হয়েছে ১শ কোটি মানুষ। এ তথ্য সমগ্র মানবজাতির জন্যই উদ্বেগজনক।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটলেও এর প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে। তাই বিশ্বের উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং বিভিন্ন মানবকল্যাণমূলক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন। দেশে দেশে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদ্‌যাপিত হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারসমূহও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে ৫ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে অনাকাঙ্খিত ও মোট প্রজনন হার হ্রাস করার লক্ষ্যে ব্যাপক ও কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনসংখ্যা কার্যক্রমও এর ব্যতিক্রম নয়। এ লক্ষ্যে কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে আরও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এর মধ্যে আছে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা, মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসে নিরাপদ মাতৃত্বের নিশ্চয়তা প্রদান। এ কর্মসূচীতে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপকভিত্তিক কর্মকান্ড গ্রহণ করা আবশ্যক।

তাই আসুন একটি ধারণযোগ্য জনসংখ্যার সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে আমরা সকলেই জনসংখ্যার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন সফল হোক, সার্থক হোক।

অধ্যাপক (ডাঃ) এম আমানউল্লাহ

UNFPA
Executive Director
United Nations Population Fund

MESSAGE

"Starts the Count-up to the Day of 6 Billion

It took all of time for world population to reach 2 billion in 1927 - then less than a lifetime to arrive at 6 billion. World population has doubled since 1960. Reaching 6 billion marks a success. People today live longer and healthier lives than any generation in history.

Six billion is also a challenge. Today there are over a billion young people between 15 and 24 years of age. Their decisions about the size and spacing of their families will determine how many people will be on the planet by 2050 and beyond. Their decisions will also help determine how they live - in poverty or prosperity; on a green and healthy planet or in a world devastated by human activities. Good outcomes depend on good choices.

And good chioces depend on freedom to choose, for women and men alike, in all areas of life. Reaching 6 billion is not about numbers. It is about people."

Dr. Nafis Sadik

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সে কারণে সরকার জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। ফলে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সেবা প্রদান অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে ও বিপুল সংখ্যক মাঠ কর্মীর মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের দোরগোড়া পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিস্তৃত করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার '৭০ দশকের ৮ ভাগ থেকে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৫১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। তবে আমাদের লক্ষ্য ২০০৫ সাল নাগাদ দেশে সার্বজনীন দু'সন্তানের পরিবার গড়ে তোলা বা এন,আর,আর-১ অর্জন। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শতকরা ৭০ ভাগ সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা। নির্ধারিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ৫-বছর ব্যাপী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমে প্রজনন হার হ্রাস করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে--বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারী যেমনঃ বিবাহিত পুরুষ, নবদম্পতি, কমবয়সী ও কম সন্তানের দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী ও ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকায় কার্যক্রম কে করা। এর পাশাপাশি মাতৃ মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টমান উন্নয়নেও ব্যাপক কার্যক্রম রয়েছে। এ কার্যক্রমে সেবা প্রদানের জন্য প্রধান উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠি হচ্ছে মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনসাধারণ। আশা করা যায়, এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন দেশের জনসংখ্যাকে একটি কাঙ্খিত সীমায় রাখতে সহায়ক হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক হোক এই কামনা করি।

এম, এম, রেজা

সৌজন্যে ঃ

* ঋণখেলাপীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।
অগ্রণী ব্যাংক

* ঋণখেলাপীরা দেশের সম্পদ অপহরণকারী। এদের চিনে রাখুন।
জনতা ব্যাংক

* ঋণখেলাপীরা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসী। এদের প্রতিহত করুন।
সোনালী ব্যাংক